মেইল-ইমেইল

চিঠি পাঠান কালের কণ্ঠের ঠিকানায়
ই-মেইল : editorial@kalerkantho.com

অস্থায়ী শিক্ষকদের চাকরি স্থায়ী করুন

শিক্ষকদের মানুষ গড়ার কারিগর বলা হলেও এটা অত্যন্ত পীড়াদায়ক যে সেই শিক্ষকদের বিষয়ে অত্যন্ত অমর্যাদাকর নীতি রয়েছে খোদ চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের শিক্ষা বিভাগে। যে শিক্ষকদের চাকরি এখনো স্থায়ী হয়নি তাঁদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ভোগ করতে হয় কোনো রকম পারিতোষিক বা বেতন-ভাতা ছাড়াই। এমনকি বছরাধিককাল চাকরি করলেও এখানে চাকরি স্থায়ীকরণের ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নেই। যদিও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে চাকরি স্থায়ীকরণের জন্য তিন মাস সময় নেওয়া হয়, যা কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ ছয় মাস হতে পারে, কিন্তু কোনোভাবেই বছর বছর ফেলে রাখা হয় না। আমরা মায়েরা জাতি নির্মাণে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়ে থাকি। মায়েরাই যখন মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে কাজ করি তখন আমাদের দায়িত্ব হয়ে যায় দ্বিগুণ। এ দায়িত্ব পালনে যেখানে অন্তত মাতৃত্বকালীন বেতন-ভাতা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে বেশি বা ভিন্ন হওয়ার কথা, সেখানে আমাদের কোনো রকম সুযোগ-সুবিধা ছাড়াই মাতৃত্বকালীন ছুটি ভোগ করতে হয়। তাই নবনির্বাচিত মেয়র মহোদয়ের কাছে আমাদের বিনীত আবেদন, তিনি যেন আমাদের সবেতনে মাতৃত্বকালীন ছুটি ও চাকরি স্থায়ীকরণের বিষয়টি মানবিক দিক থেকে বিবেচনা করেন।

নিদা আহমেদ, চট্টগ্রাম।

স্কুলটির সংস্কার করুন

কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলার ২ নম্বর শৌলমারী ইউনিয়নের একটি আদর্শ গ্রাম ডাংগুয়া। 'ডাংগুয়াপাড়া রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়' (বর্তমানে সরকারি) নামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এটি ১৯৬৮ সালে স্থাপিত হলেও কার্যক্রম চালু হয় ১৯৯২ সাল থেকে। বর্তমানে স্কুলটি যে অবস্থায় পতিত হয়েছে তাতে অভিভাবকরা খুবই শঙ্কিত। অথচ এই অঞ্চলে আর কোনো ভালো সরকারি স্কুলও নেই। অধিকাংশ ক্লাসরুমেরই দরজা নেই, জানালা ভাঙা, একটু বৃষ্টিতে মাঠে পানি জমে যায়। অনেক সময় বারান্দাও তলিয়ে যায়। এ অবস্থায় স্কুলটির যেমন অবকাঠামোগত সংস্কার প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন প্রশাসনিকভাবে একে ঢেলে সাজানো। তাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যেন স্কুলটির অবকাঠামো ও শিক্ষার মান ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

সাখাওয়াত হোসেন সাখা, রৌমারী, কুড়িগ্রাম।

চার লেনে উন্নীত করা জরুরি

দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ৩৬টি জেলার গণমানুষের যাতায়াত সুগম করার লক্ষ্যে চাঁদপুর হয়ে চট্টগ্রাম-খুলনা মহাসড়ক নির্মাণের দাবি গত শতকের প্রায় ষাটের দশক থেকে। ২০০১ সালের ২৫ এপ্রিল চট্টগ্রাম-খুলনা মহাসড়ক ও সংশ্লিষ্ট চাঁদপুর-শরীয়তপুর ফেরি সার্ভিস চালু হয়। এ মহাসড়কটি চালু হওয়ার পর দীর্ঘ ১৪ বছর কেটে গেছে, কিন্তু মহাসড়কটির কোনো উন্নয়ন হয়নি। বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রাম থেকে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে যাতায়াতে স্বল্পতম দূরত্বের পথ এটি। রাষ্ট্রের যোগাযোগব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ ও জ্বালানি সাশ্রয়ে এ মহাসড়কের গুরুত্ব অপরিসীম। মহাসড়কের শরীয়তপুর অংশটি (প্রায় ৩৫ কিলোমিটার) অত্যন্ত অপ্রশস্ত। উদ্বোধনের পরবর্তী এক যুগেরও অধিক সময় অতিক্রম হওয়ার পরও মহাসড়কটির উল্লিখিত অংশ এক ফুটও প্রশস্ত করা হয়নি। এ কারণে মহাসড়কে সব সময় যানজট লেগে থাকে। দেশের শীর্ষ পাঁচটি মহাসড়কের অন্যতম হওয়া সত্ত্বেও কেবল উল্লিখিত অংশটি অপ্রশস্ত হওয়ায় এ মহাসড়কে এখনো মানসম্পন্ন বাস সার্ভিস চালু হয়নি। মহাসড়কের উল্লিখিত অংশটি জরুরি ভিত্তিতে চার লেনে উন্নীত করতে মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এম এ শাহেনশাহ
সহযোগী অধ্যাপক, পদার্থবিজ্ঞান (আইইআরটি)
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।